لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

পাইগাম

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ : ১৫ই জুলাই, : ১৯৬৩ সন : ৫ম সংখ্যা

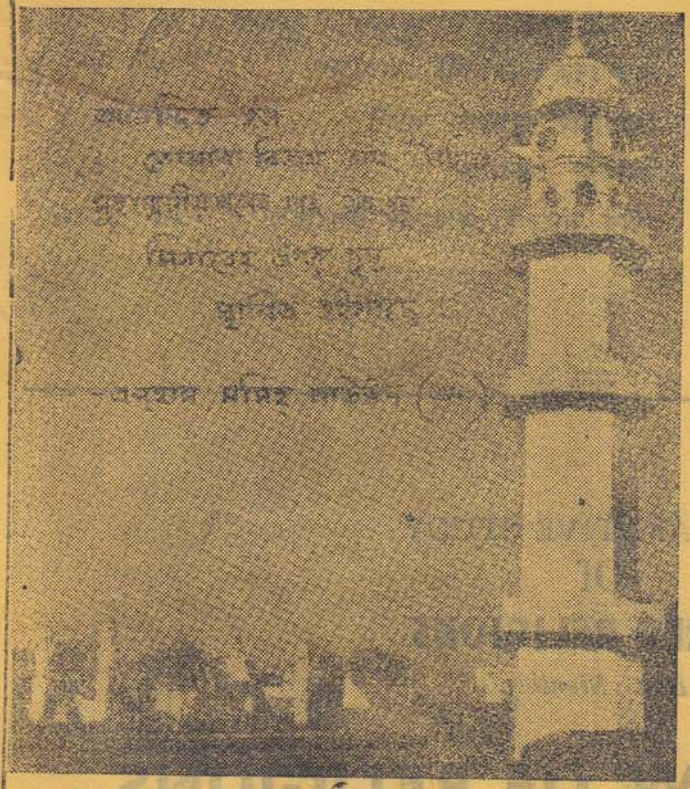

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী

সূচীপত্র

১৭শ বর্ষ,
১৫ই জুলাই, ১৯৬৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করিমের অনুবাদ ॥	মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)	৯৩
॥ হাদিস ॥	মৌলবী মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ	৯৫
॥ হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী ॥	মৌলবী মোহাম্মদ	৯৮
॥ জুমআর খুৎবা ॥	অনুবাদক : মৌলবী মোহাম্মদ	১০০
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১০৭
॥ পরকাল ॥	মৌলবী মোহাম্মদ	১১০
॥ সংবাদ সংগ্রহ ॥	আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল	১১৯

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم
على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ১৫ই জুলাই : ১৯৬৩ সন : ৫ম সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরাহ্‌ বাকারাহ্‌

দ্বাত্রিংশ রুকু

২৪৪। (হে পাঠক) তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ নাই উহাদের সম্বন্ধে যাহারা (সংখ্যায়) হাজার হাজার থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুভয়ে তাহাদের ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল? তৎপর আল্লাহ্‌ তাহা-দিগকে বলিলেন তোমরা মরিয়া যাও! অতঃপর আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আবার জীবন দান করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানবের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

২৪৫। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর

এবং জানিয়া রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ (সকল কথা) সম্যক শুনেন এবং (সকল বিষয়) সম্যক জানেন।

২৪৬। কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করিবে, অনন্তর তিনি ঐ ঋণকে তাহার জন্য বহু গুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন? এবং আল্লাহ্ (সম্পদকে) সঙ্কোচিত করেন ও প্রশস্ত করেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করা হইবে।

২৪৭। তুমি কি মূসা নবীর পরবর্ত্তীকালীন ইসরাঈল বংশীয় প্রধানগণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ নাই? যখন তাহারা নিজেদের সমাগত নবীকে বলিয়াছিল, "আমাদের জন্য (একজনকে) বাদশাহ মনোনীত করিয়া দিন, (তাহার নেতৃত্বে) আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিব।" তিনি বলিলেন, "ইহা কি সম্ভব নহে যে যদি তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরয করা হয়, তাহা হইলে তোমরা যুদ্ধ করিবে না?" তাহারা বলিল, "আমাদের এমন কি কারণ থাকিতে পারে যে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিব না? আমাদিগকে যখন আমাদের ঘর, বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে এবং আমাদের সন্তানগণ হইতে (বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে)।" কিন্তু যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের আদেশ প্রদত্ত হইল তখন অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাহারা সকলেই ফিরিয়া গেল এবং আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘন কারিগণকে সম্যক অবগত আছেন।

২৪৮। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তালুৎকে তোমাদের জন্য বাদশাহ করিয়া দিয়াছেন।" তাহারা বলিল, "সে আমাদের উপর বাদশাহ হইবে কিরূপে? বাদশাহ হওয়ার জন্য আমরা তাহার চেয়ে অধিকতর যোগ্য কারণ তাহাকে ত প্রচুর ধনদান করা হয় নাই।" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে তোমাদের উপর মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে অধিকতর জ্ঞান ও দৈহিক বল প্রদান করিয়াছেন।" আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার রাজ্যদান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় পরম জ্ঞানী।

২৪৯। তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, "নিশ্চয় তাহার হুকুমতের নিদর্শন এই যে তোমরা (যুদ্ধের সময়) এমন হৃদয় প্রাপ্ত হইবে যাহাতে তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে শান্তি নাযিল হইবে এবং উহাতে মূছা ও হারুনের বংশধরগণ যে উত্তরাধিকার রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করার যোগ্যতা আসিবে—উহা ফিরিশ্‌তাগণ বহন করিয়া নিয়া আসিবেন। নিশ্চয় ইহাতে

তোমাদের জন্য (বিজয়ের) নিদর্শন রহিয়াছে, যদি তোমরা প্রকৃত ভাবে বিশ্বাস স্থাপন কারী হও।

ত্রয়োত্রিংশ রুকূ

অতঃপর তালুৎ যখন তাহার সৈন্যগণসহ রওয়ানা হইলেন তখন তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি নদীর জল দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। যে উহার জলপান করিবে সে আমার দলভুক্ত থাকিবে না এবং যে উহার জল পান করিবে না সে আমার দলভুক্ত থাকিবে, তবে প্রত্যেকেই শুধু এক গণ্ডুষ করিয়া জল পান করিতে পারিবে। (যখন তাহারা নদীর তীরে পৌঁছিল) তখন অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই জল পান করিল। অতঃপর যখন তিনি ও তাহার মোমিন সঙ্গীগণ নদী অতিক্রম করিলেন, তাহারা বলিল, "আজ জালুৎ ও তাহার সৈন্যগণের সম্মুখীন হওয়া আমাদের সাধ্য নহে।" কিন্তু যাহারা বিশ্বাস পোষণ করিত যে তাহারা আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে তাহারা বলিল, "আল্লাহ্র আদেশে কত (সুসম্বদ্ধ) ক্ষুদ্র বাহিনী (শৃঙ্খলা বিহীন) বিরাট বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করিয়াছে।" এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।

হাদিস

—মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ্ সাহেব

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال ستا الدخان والدجال ودابة الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامة وخويصة احدكم

(رواه مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত, রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন! ছয়টি লক্ষণের পূর্বে

তোমরা নেক কাজগুলি তাড়াতাড়ি সারিয়া লও, যথা 'দোখান' 'দাজ্জাল' 'দাব্বাতুল আরজ', 'সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থানে উদয় হওয়া', 'সাধারণতন্ত্র' এবং 'তোমাদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তির বিপদ।' (মুসলিম)

এই হাদিসে পূর্বে বর্ণিত হাদিস ছাড়া সাধারণতন্ত্র এবং সাহাবাগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিপদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। 'সাধারণতন্ত্র' সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। 'সাধারণতন্ত্র, বনাম রাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র যে খেলাফতের অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে উহাও নবী করিম (দঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী। তৎপর রাজতন্ত্র উঠিয়া যাইবে এবং সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। যারের পতন এবং কম্যিউনিষ্টের উদ্ভব, মিশরের রাজা, ইরাকের বাদশা, আরও অনেক দেশের রাজগদী সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট দখল করিয়া আঁ-হযরত (দঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

অপর ভবিষ্যদ্বাণীটি হইল, সাহাবাগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিপদ, এই বিষয়টিও পূর্ণ হইয়াছে। হযরত ওস্‌মান (রাযিঃ) এর বিপদ, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযি.) এর বিপদ এবং হযরত ইবনে যুবায়রের বিপদ, আঁ-হযরত (দঃ) এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পূর্ণ হইয়াছে। এই হাদিসে বর্ণিত আরও চারিটি বিষয়ের মধ্যে মাত্র 'সূর্য অস্তমিত স্থানে উদয় হওয়া' বিষয়টি কতক পূর্ণ হইয়াছে এবং কতক পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বাকি সব গুলিই পূর্ণ হইয়াছে। একটু ধৈর্য অবলম্বন করুন, ইহার পরে আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে সেই সব বিষয় আলোচনা করিব। انشاء الله تعالى।

وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها و خروج الدابة على الناس ضحى و ايهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا (رواه مسلم)

হযরত আবদুল্লা বিন আমর হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুল করিমকে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ; কেয়ামতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম 'সূর্য উত্তপ্ত হওয়ার সময় 'দাব্বা' বাহির হইবে। এই দুইটির মধ্যে যে বিষয়টি পূর্বে দেখা দিবে তৎপরই নিকটবর্তী সময়ে অপরটি দেখা দিবে।

(মুসলিম শরিফ)

এই হাদিসে طلوع الشمس من مغربها বিষয়টি আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি। 'সূর্য অস্তমিত স্থানে উদিত হইবে' এ-নিয়া বহু গবেষণা হইয়াছে এবং গবেষণা চলিতেছে, আবার অনেকেই প্রাকৃতিক বিরুদ্ধ বলিয়া হাদিসটিই বিশ্বাস যোগ্য নহে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু হাদিস বিশ্বাস

যোগ্য এবং তাবিল যুক্ত সেইজন্য আমরা জনসমাজে বিষয়টি পরিষ্কার করিতেছি। যাহারা বলিতেছেন: পশ্চিমে সূর্য উদয় হইবে, তাহাদের এই অর্থ হাদিসের শব্দ কিছুতেই সমর্থন করে না এবং উহা বহন করিবার উপযোগীও নহে। কেননা পশ্চিমে সূর্য উদিত হইলে من المغرب এর স্থলে من مغربها হইত অথচ কোন রেওয়ায়েতেই من مغربها ব্যতীত من المغرب কথাটি নাই। দ্বিতীয়ত পশ্চিমে সূর্য উদিত হইলে সৌর জগতের অস্তিত্ব থাকিবে না, কাজেই উহা কখনও হইতে পারে না এবং উহা হওয়া সম্ভবপর নহে। তৃতীয়তঃ, হাদিস তাবিল যুক্ত। উহা নবী করিম (দঃ)এর কাশ্‌ফ। কোরআনের আলোতে এই হাদিসের অর্থ করিলে কোন সংশয় থাকে না। হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তাঁহাকে চন্দ্র-সূর্য এবং এগারটি তারা সেজদা করিতেছে। সেখানে কখনও সৌর জগতের সূর্য এই ধরাধামে নামিয়া আসে নাই। এই পৃথিবী হইতে সূর্য অনেক বড়। কাজেই কখনও সূর্য নামিয়া আসিতে পারে না, এবং সূর্যের গতি যে লক্ষ্যের দিকে সেই গতি পথেই উহা চলিতেছে। ذلك تقدير العزيز العليم 'ইহাই জ্ঞানময় পরাক্রান্ত আল্লাহর অটল নিয়ম।' এই নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও হইতে পারেনা। তাহা হইলে এই নিয়মের বহির্ভূত কোন খানে কোন স্বপ্ন বা কাশফ এবং অন্য কোন হাদিস পাইলে তাবিল ব্যতিরেকে আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। কেননা সমস্ত সহি হাদিসের উৎস হইল কোরআন। কোরআনের বিপরীত কোন হাদিসই সহি হইতে পারেনা; হইলে উহাকে কোরআনের অধীন করিতেই হইবে।

এখন আমরা আলোচ্য হাদিসের طارع الشمس এর অর্থ করিতেছি 'ইসলাম রবি'। ইসলাম ধর্মকেই আঁ-হযরত (দঃ) কাশ্‌ফে সূর্যের আকারে দেখিয়াছেন। স্বয়ং আঁ-হযরত (দঃ) কেও আমরা ইসলাম রবি বলিয়া থাকি। কোন মহা পুরুষ যদি রবি হইতে পারেন, তাহা হইলে রূপক ভাবে ধর্মকেও আমরা সূর্য বলিতে পারি। এক্ষণে এর অর্থ হইবে, এই ইসলাম ধর্ম যেখানে অস্তমিত হইবে সেখানেই উহা পুণঃ উদিত হইবে। ইহাই ইসলাম ধর্মের একটি 'মোজেযা' বা অলৌকিক ব্যাপার। কার্যতঃ তাহাই হইয়াছে এবং হইতে চলিয়াছে। যখন তাতারীদের দ্বারা অর্থাৎ হালাকু খাঁর দ্বারা বাগদাদের খেলাফত ধ্বংশ হইল তখন আবার তাহারই বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্তাম্বুলে ওসমানিয়া খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করিল। ইহাকেই আঁ-হযরত (দঃ) বলিয়াছেন সূর্য অস্তমিত স্থানে উদিত হইবে। পুনরায় বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য শক্তি বর্গ দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, উহার পুরণ একমাত্র

পাশ্চাত্য জাতির ইসলাম গ্রহণ দ্বারাই হইতে পারে। আজ পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নিকট ইসলাম ধর্মকে যুক্তি দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ করিবার জন্য আল্লাহ্-তা'লা কাদিয়ানে হযরত মসিহে মওউদ মির্য্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) কে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জমাত, জমাতে আহ্‌মদীয়ার প্রচারকগণ আজ সারা ইউরোপ, আমেরিকা তথা সারা বিশ্বে ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য জেহাদে কবির বা তবলীগ যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের এই জেহাদের ফলে আজ পুনরায় পশ্চিম দেশে ইসলাম রবি উদিত হইতে চলিয়াছে। এই সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আখেরী যমানার আলেমগণের রূহানিয়াতের তিরোধান হইয়া 'দাব্বা তুল আরজ' বাহির হওয়া সম্পর্কিত লক্ষণটিও পূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা সারা বিশ্বে ইস্‌লামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য তবলীগ বা দিনী জেহাদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাহারা কুফরী ফতোয়া আরোপ করিতে পারে, তাহারা 'দাব্বাতুল আরজ' বা মাটির পোকা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কাশ্‌ফি জগতে আঁ-হযরত (দঃ) এই আধ্যাত্মিকতাবিহীন আলেমদিগকেই মাটির কীটরূপে দেখিতে পাইয়াছেন।

اللهم صلى على محمد وآله وسلم

হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)এর অমৃত বানী

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ

আমি ঐ সমস্ত ভ্রান্তি সংশোধনের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি যাহা বক্রযুগে সৃষ্টি হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা বড় ভ্রান্তি এই যে তৌহিদের সত্য, গুরুত্বপূর্ণ ও মহান শিক্ষাকে সন্দেহযুক্ত করা হইয়াছে।

আমি আবার বলিতেছি যে আল্লাহ্-তালার তরফ হইতে যিনি আসেন তিনি কোন বড় কথাই বলেন না। তিনি ইহাই বলেন যে, "আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মঙ্গল কর এবং নামাজ পড়।" এবং ধর্মে যে সমস্ত ভ্রান্তি দেখা দেয় তাহা তিনি দূরী-

ভূত করেন। তদনুযায়ী আমি বর্ত্তমান যুগে আসিয়াছি। আমিও সেই সকল ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য আসিয়াছি যাহা বক্রযুগে সৃষ্টি হইয়াছে। (এ যুগের) সর্বাপেক্ষা বড় ভ্রান্তি এই যে আল্লাহ্-তা'লার মহিমা এবং পরাক্রমকে মাটির সাথে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং হযরত রসুল্লাহ (সাঃ) তৌহিদের যে সত্য, গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন উহাকে সন্দেহযুক্ত করা হইয়াছে। একদিকে খ্রীষ্টানগণ বলে, "যীশু জীবিত আছেন এবং তোমাদের নবী জীবিত নাই।" ইহার দ্বারা তাহারা হযরত ইসা (আঃ) কে খোদা ও খোদার পুত্র সাব্যস্ত করে, কারণ তিনি দুই হাজার বছরের উর্দ্ধকাল পর্যন্ত জীবিত আছেন এবং তাঁহার উপর সময়ের কোন প্রভাব নাই। অন্যদিকে মুসলমানগণ ইহা মানিয়া লইয়াছে, যে নিঃসন্দেহে মসিহ জীবিত অবস্থায় আকাশে চলিয়া গিয়াছেন এবং দুই হাজার বৎসর হইতে আজও একই ভাবে আছেন, তাঁহার অবস্থা ও দেহের মধ্যে কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই, অথচ হযরত রসুল (সাঃ) মারা গিয়াছেন। আমি সত্য কথা বলিতেছি, যখন আমি কোন মুসলমান মৌলবীর মুখে এই কথা শুনি যে রসুল (সাঃ) মারা গিয়াছেন, আমার অন্তর কাপিয়া যায়। জীবিত নবীকে মৃত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা বড় অপমান আর ইস্‌লামের পক্ষে কি হইতে পারে? কিন্তু এ ভ্রান্তি স্বয়ং মুসমানদের, যাহারা কোরআনের বিপক্ষে এক পরিষ্কার নূতন কথা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। কোরআন শরীফে মসিহের মৃত্যু সংবাদ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে। এই ভ্রান্তি সংশোধনের কাজ আমারই জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কেননা খোদা-তা'লা আমার নাম 'হাকাম' (বিচারক) রাখিয়াছেন। এখন যিনি এই ফয়সালার জন্য আসিয়াছেন। তিনি এই ভ্রান্তি দূর করিবেন। "পৃথিবী তাহাকে গ্রহন করে নাই পরন্ত খোদা তাঁহাকে গ্রহন করিবেন এবং অতি প্রচণ্ড আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন।' উপরে উল্লিখিত ভ্রান্তি সমূহ পৃথিবীকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে।

'আল ফজল' ২৩শে জুন, ১৯৬৩

জুম'আর খুৎবা

রুহানী জীবনকে স্থিতিশীল রাখিবার জন্য নিত্য নূতন কোরবানীর প্রয়োজন রহিয়াছে।

মোমেন কখনও নিজের পুরাতন কোরবানীর উপর নিশ্চিন্ত থাকে না, পরন্তু সে নিজের ঈমানকে বাড়াইবার জন্য উত্তরোত্তর কোরবানী করিতে থাকে।

হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) ডালহাউজি মোকামে ১৯৪৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই খুৎবা পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা চলতি ১৯৬৩ সনের ১৯ শে জুন তারিখে ছাপা হইয়াছে।

সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হযরত আকদস বলেন :—

কোন জাতির একই কোরবানী চিরকাল তাহাদিগের কাজে আসে না। আমরা সবাই অবগত আছি যে প্রথানুযায়ী দৈনিক এক, দুই বা তিনবার আহার করা আবশ্যক হয়। যদি মানুষ দৈনিক আহার না করে তাহা হইলে তাহার যে শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় উহা পূরনের অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। যদি কোন ব্যক্তি ত্রিশ বৎসর যাবৎ তাহার নাক, কান, চোখ হাত, এবং পা দ্বারা কাজ লইবার পর কিছু কাল যাবৎ ইহাদের ব্যবহার বন্ধ রাখে, যথা কান তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া ফেলে, চোখ পটি দ্বারা বাঁধিয়া উহাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখে, এবং এইভাবে অপরাপর অঙ্গ দিয়া কাজ গ্রহন না করে, তাহা হইলে এই যুক্তি কখনও কাজে আসিবে না যে সে ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এখন যদি উহাদিগকে ব্যবহার না করে তাহা হইলে কি ক্ষতি হইবে? যদি উক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কাজে না লাগান যায় তবে কিছুদিন পরে উহারা শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। রুহানী শক্তি সম্বন্ধেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কোন কোন নির্বোধ মনে করিয়া থাকে, "আমরা পূর্বে অনেক কোরবানী করিয়াছি, উহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আমাদের আর কোরবানী করিবার প্রয়োজন নাই।" অথচ এই ব্যক্তি প্রত্যেক দিন আহার করে এবং একথা মনে করেনা যে গতকাল বা পরশু যে আহার করিয়াছে উহাই তাহার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কাহারও বলার অপেক্ষা না করিয়া সে দৈনিক আহার করিয়া যায়। অল্প বয়স্ক বালকগনকে প্রথম প্রথম আহার করিবার তাগিদ দিতে হয়, "আহার করিয়া লও, নচেৎ হজম শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।" দুই দশ দিন তাকিদ দিবার পর তাহাদিগকে আর উপদেশ দিতে হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করে যে

তাহার পূর্বেকার কোরবানী তাহার জন্য যথেষ্ট; সে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছে। যেমন তাহার গতকালের আহার আজ কোন কাজে লাগেনা, অনুরূপ ভাবে তাহার পূর্বেকার কোরবানী, তাহাকে ভবিষ্যত কোরবানীর প্রয়োজন হইতে রেহাই দেয় না। পরন্তু রুহানী জীবন স্থিতিশীল রাখার জন্য সদা নূতন নূতন কোরবানীর প্রয়োজন আছে। আবার সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কোরবানীর প্রকার বদলাইতে থাকে। কোন এক সময়ে আর্থিক কোরবানীর প্রয়োজন হইলে অন্য সময় জানি কোরবানীর প্রয়োজন হয়। এরূপ কখনও হয় না যে চিরকাল কোন জাতির জন্য মাত্র একই রকমের কোরবানীর প্রয়োজন।

পূর্বেকার মৃত্যু হইতে বাঁচাইবার জন্য পূর্বের কোরবানীর প্রয়োজন ছিল এবং ভবিষ্যতের ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য ভবিষ্যতের কোরবানীর প্রয়োজন হইবে। দুই বৎসর পূর্বে যে ব্যক্তি আহার করিয়াছিল, সে দুই বৎসর পূর্বেকার অনাহার জনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। উক্ত আহার দ্বারা সে দুই বৎসর পরের মৃত্যু হইতে বাঁচিতে পারে না। আমি পূর্বেও কয়েকবার বলিয়াছি যে মোমেন নিজের পূর্বেকার কোরবানীর উপর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সে নিজের ঈমানকে বাড়াইবার জন্য উত্তরোত্তর কোরবানী করিয়া চলিতে থাকে। ইহা কঠোর সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপন প্রাণ ঈমানের সহিত আজরাইলের হাতে সোপর্দ করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কাহারও নিশ্চিন্ত হওয়া, চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ। গভর্ণমেণ্টের টেক্স আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের মনে কখনও একথা উদয় হয় না যে গত বৎসর টেক্স আদায় করিয়াছিলাম সুতরাং চলতি বৎসর আর টেক্স দিবার প্রয়োজন নাই। বরং সারা জীবন আমরা টেক্স আদায় করিয়া থাকি। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার ব্যাপারে আমরা ধরিয়া লই যে কিছুদিন কোরবানী করিলে আমাদের দায়ীত্ব শেষ হইয়া যায়।

আমরা দৈনিক পাঁচ বার আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করি এবং জোর গলায় দুনিয়ার সামনে এই কথা উপস্থিত করি যে "আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা বড়"। কিন্তু আমি আশ্চর্য হই যে আমাদের অন্তরে এ চিন্তা হয় না যে আসল কাজ আমরা করি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কি এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে আল্লাহ্কে সব চেয়ে বড় গণ্য করা হয়? সারা দুনিয়ায় আমার চোখে এমন কোন জায়গা পড়ে না।

ইহা কি আমাদের জন্য লজ্জার কথা নয় যে, দুনিয়া যখন আল্লাহ্ হইতে বিমুখ এবং দুনিয়াবাসীর অন্তরে আল্লাহ্-তা'লার ডাকের কোন মূল্য নাই, তখন আমরা কি ভাবে আপন আরামের চিন্তায় বিভোর হইয়া

আমাদের সম্মুখের জরুরী কাজে মনোনিবেশ না করি। আমরা দৈনিক পাঁচবার দুনিয়ার সামনে একটি প্রোগ্রাম পেশ করি যে "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর" অর্থাৎ "আল্লাহ্ সব চেয়ে বড়, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়"। কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে আমরা, আল্লাহ্-তা'লার জন্য আমাদের নফ্ছের মোকাবিলায়, আমাদের প্রয়োজনের মোকাবিলায়, আমাদের পরিবার পরিজনের মোকাবিলায় এবং ধন সম্পদের মোকাবিলায় কতখানি কোরবানী করি। যদি আল্লাহ্-তা'লাকে আমরা আমাদের নফ্সের উপর, আমাদের পরিবার পরিজনের উপর এবং আমাদের ধনসম্পদের উপর প্রাধান্য দিই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা সৌভাগ্যবান। কিন্তু যদি আমরা আল্লাহ্-তা'লাকে আমাদের নফসের উপর, মালের উপর, আমাদের পরিবার পরিজনের উপর প্রাধান্য না দিই, তাহা হইলে আমাদের মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেহ হইতে পারে না এবং আমাদের পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়া উচিত। আল্লাহ্-তা'লা পূর্ব হইতেই আমাদের দুর্বলতা দেখিয়া ১/৩ অংশের বেশী অসিয়ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ৭/১০ অংশ আমাদের জন্য রাখিয়াছেন এবং তিনি নিজের অংশে ৩/১০। কিন্তু কতজন আছে যাহারা এই অংশ দিতে প্রস্তুত? আমাদের জমাতের লোকের দাবী যে আল্লাহ্র রাস্তায় তাহারা সকল প্রকার কোরবানী করিতে প্রস্তুত। এক সীমা পর্যন্ত তাহারা এই দাবী অনুযায়ী আমলও করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের জমাতের মধ্যে অল্প লোকই আছে যাহারা ৩/১০ অংশ কোরবানী করেন। আমার মনে হয় খুব বেশী হইলে ইহাদের সংখ্যা শতকরা ১০ দশজন হইবে। অবশিষ্টের মধ্যে কতক লোক আছেন যাহারা ১/১০ এবং ৩/১০ এর মধ্যে অবস্থিত এবং আরও কিছু অংশ ১/১০ অংশও পুরা কোরবানী করেনা। আল্লাহ্ তা'লা পূর্ব হইতেই নিজ অংশ অল্প রাখিয়াছেন। কিন্তু এই অল্প অংশ পুরা করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত। ইহার উর্দ্ধের আদেশ অসিয়তের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। মানুষ নিজের জীবনে নিজ সমস্ত ধন সম্পত্তি আল্লাহ্-তা'লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পারে; যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ ৩/১০ অংশকে ৪/১০ অথবা ৫/১০ এর দিকে উন্নতি করার পরিবর্ত্তে মাত্র ১/১০ অংশ কোরবানী করিতে প্রস্তুত হয় না। নিজের ধন আপন আরাম ও সম্ভোগের জন্য অথবা আপন পরিজন অথবা অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জরুরী বিষয়ে খরচ করিয়া থাকে। খোদা-তালার দীনের জন্য তাহার উপার্জনের মধ্যে কোনই সংস্থান নাই। আমাদের জমাতের লোক যাহারা দিবারাত্রি আল্লাহ্-তা'লার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহাদের মধ্যেই অনেকের যখন এই অবস্থা যে তাহারা নিজেদের ধনের মধ্যে ১/১০ অংশ আল্লাহ্-তা'লার রাস্তায় খরচ করিতে প্রস্তুত নহে, তখন

অন্যান্য জাতি, যাহারা আল্লাহ্-তা'লা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ, তাহাদের সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই অনুমান করিতে পার যে তাহারা আল্লাহ্-তা'লার জন্য কি পরিমাণ কোরবানী করিবে। সুতরাং আল্লাহু আকবর এর ঘর শূন্য রহিয়াছে এবং আমাদিগকে যে কাজ করিতে হইবে তাহার অনেক বাকী আছে। পৃথিবীতে প্রথমে, আল্লাহু আকবর ঘোষণা করা হয়, তাহার পরে "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর ঘোষণা করা হয়। তাহার পর "আশ্হাদু আন্না মোহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ্" এর এলান করা হয়। পরে "হাই আলাছ্ছালাত্" এর এলান করা হয়, তারপর "হাই আলাল ফালাহ্" এর এলান করা হয়। ইহার পর নামাজ কায়েম করার জন্য "কাদকা মাতিছ্ ছালাতের" ঘোষণা করা হয়। ইহার পর পৃথিবী এক নূতন প্রোগ্রাম রচনা করে এবং তৌহিদের প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা করে। শুধু তকবীর পাঠ করা এবং পূর্ণ তৌহিদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। তকবীরের দ্বারা কেবল মাত্র আল্লাহ্-তা'লার মহিমা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পূর্ণ তৌহিদ মানুষের কর্ম্মের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নত করে এবং তাহার শক্তির মধ্যে এক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। পূর্ণ তৌহীদ এর কতকগুলি শাখা আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না দুনিয়া "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লার" উপর কায়েম হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না দুনিয়া "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লার" উপর কায়েম হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না "হাই আলাছ্ছালাত" এর উপর আমল করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না "হাইআলাল ফালাহ্" আপন মহিমা পূর্ণ করিয়া না দেখায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামের সমস্ত আদেশ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত একামাতিছ্ছালাত হইতে পারে না। জমাতের কর্ত্তব্য যে তাহারা যেন একামাতিছ্ছালাত এর জন্য পূর্ণভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত আল্লাহু আকবর এর প্রোগ্রামও পূর্ণ করিতে পারি নাই। যদি আমরা এই প্রচেষ্টাতেই থামিয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টান্ত তাহাদের মত হইবে যাহারা নিজেদের গায়ে বাঘের ছবি দাগায়। সূঁচের দুই একটি ফোড় লাগিবার পর বলিয়া উঠে যে, বাঘের ঐ অঙ্গটি ছাড়িয়া দাও, অন্য অঙ্গ আঁক। এই ভাবে বেদনায় পর পর সকল অঙ্গ বাদ দিতে বলায় অবশেষে চিত্রকর সুচ রাখিয়া বলে যে "এখন বাঘের আর কোন কিছুই বাকী নাই।" আমাদের জমাতের লোকদেরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরবানীর ময়দানে তাহাদিগকে সবে সুচ বিঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "আমি কোন মন্ত্র-তন্ত্র লইয়া আসি নাই যদ্বারা বিনা আয়াসে তোমাদের সফলতা লাভ হইয়া

যাইবে। বরং তোমাদিগকে ঐ সমস্ত কোরবানী করিতে হইবে যাহা জাতিগণ পূর্বে করিয়াছিল এবং তোমাদের জন্য একই পথ নির্দ্ধারিত আছে যাহার উপর পূর্ববর্ত্তী নবীগণের জমাত চলিয়াছিল। রছুল করিম (সাঃ) ছাহাবা কারাম (রাঃ) কে বলিতেন যে, "তোমাদের পূর্বে মানুষের মাথা করাত দিয়া চিরা হইত।" তাঁহারা আপন ঈমানে অটল ছিলেন। ইহা ঈমানের ন্যূনতম স্ফুরণ ছিল। ঈমানের ন্যূনতম স্ফুরণে যদি মানুষ আল্লাহ্-তা'লার রাস্তায় নিজ প্রাণ পর্যন্ত কোরবানী করিতে কুণ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ঈমানের উচ্চতর স্ফুরণ যে কি কি কোরবানী করিলে লাভ হয়, তাহা আল্লাহ্-তা'লাই জানেন। যাহা হউক আমাদিগের জন্য এখন ঈমানের ন্যূনতম স্ফুরণের জন্য কোরবানী করার প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার দৃষ্টিতে যেহেতু উহার জন্য জামাত এখনও যোগ্যতা অর্জন করে নাই, সেইজন্য এখন পর্যন্ত প্রাণ দিবার কোরবানীর আহ্বান জানান হয় নাই।

মুশলধারে যখন বৃষ্টি হয় এবং চারিদিকে প্রবলবেগে পানি বহিয়া যায়, তখন পানির স্রোত দেখিয়া কেহ আশ্চর্য হয় না এবং ইহাকে কেহ অসাধারণ মনে করে না। তদ্রূপ আমাদিগকে অকুণ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্-তা'লার রাস্তায় মাল ও জান বিলাইতে হইবে এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে এই পথে চলিতে চাহে না এবং এই পথে সাফল্যলাভ করিতে চাহে না, আমি তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে চাহি যে সে আমার সহিত চলিতে পারিবে না। আমাদিগের জন্য অতীত জাতিদের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। রসুল করিম (সাঃ) এর সাহাবা (রাঃ) গণ এই জন্য বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা অকুণ্ঠচিত্তে জান ও মাল কোরবানী করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর জাতি এই জন্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিল যে তাহারা আল্লাহ্-তা'লার পথে অকুণ্ঠচিত্তে কোরবানী করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও জরথস্ত্র (আঃ) এর জাতিগণও একই কারণে সফলতা লাভ করিয়াছিল। আমাদের দৃষ্টিতে কোন দৃষ্টান্ত পড়ে না যে, জানি ও মালি কোরবানী ব্যতিরেকে কেহ সফলতা লাভ করিয়াছে। আমাদের জমাতের সম্মুখে এখনও জানি কোরবানীর দাবী পেশ করা হয় নাই। অবশ্য তাহরিকে জদীদে জীবন ওয়াকফ্ (উৎসর্গ) করার দাবী জমাআতের নব্য যুবকদের সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। এবং ইহা প্রথম পদবিক্ষেপ, যাহা জানি কোরবানী করিবার দিকে উঠান হইয়াছে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) চাঁদার সম্বন্ধে সর্ব প্রথমে আদেশ দিয়াছিলেন যে ইহা প্রত্যেক আহ্‌মদীর জন্য জরুরী, যেন প্রত্যেক আহ্‌মদী কিছু না কিছু চাঁদা অবশ্য দেয়। স্ত্রীলোকগণ যেন মাসে আধ পয়সাও দেয়।

ক্রমে এই দাবী বাড়িতে বাড়িতে $\frac{১}{১০}$ হিস্‌সা পর্যন্ত পৌছিয়াছে। যাহারা মুসি নহে এবং অকপটচিত্ত, তাহাদের সকল প্রকার চাঁদা একত্রে মিলাইলে $\frac{১}{১০}$ পর্যন্ত দাঁড়াইবে। যাহারা অসিয়ত করিয়াছে তাহাদের সকল প্রকার চাঁদা একত্র করিলে $\frac{১}{১০}$ পর্যন্ত হইবে। এবং কাহারও কাহারও $\frac{১}{১০}$ এবং এমন মুষ্টিমেয় মাত্র লোক পাওয়া যাইবে যাহাদিগের চাঁদা একত্রিত করিলে $\frac{৪}{১০}$ বা $\frac{৫}{১০}$ এ গিয়া দাঁড়াইবে।

এই মালি কোরবানী মাসে আধ পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে। এক কোরবানীর ফল স্বরূপ আল্লাহ্-তা'লা মানুষকে দ্বিতীয় কোরবানী করিবার সৌভাগ্য দেন। এইরূপে আমি বিশ্বাস করি যে জমাআতের বর্তমান কোরবানী সমূহ ভবিষ্যৎ কোরবানীর জন্য দ্বার উদ্ঘাটনকারী হইবে। যাহার অন্তরে ভবিষ্যৎ কোরবানীর জন্য সংকোচ বোধ হয় না, তাহার জানা উচিত যে, আল্লাহ্-তা'লা তাহার কোরবানী কবুল করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ কোরবানীর জন্য আল্লাহ্-তা'লা তাহাকে সৌভাগ্য দিবেন। কিন্তু যাহার অন্তরে ভবিষ্যৎ কোরবানীর জন্য সংকোচ বোধ জন্মায় এবং ক্লান্তি বোধ আসে, তাহার বুঝা উচিৎ যে তাহার খারাপ নিয়তের জন্য বা অপর কোন পাপের জন্য, আল্লাহ্-তা'লা তাহার কোরবানী কবুল করেন নাই এবং তাহার কোরবানী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ এমন কখনও হইতে পারে না যে, ভাল বীজ বপন করিলে ভাল ফল না হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোরবানী করায় ফলস্বরূপ আল্লাহ্-তা'লার পথে অতিরিক্ত চাঁদা দিবার এবং অধিকতর কষ্ট স্বীকার করিবার সৌভাগ্য লাভ না করে তাহা হইলে তাহার সাবধান হওয়া উচিত যে, সে এমন কোন পাপ করিয়াছে যে, তাহার কোরবানীর বীজকে, যাহা ফলদান করা উচিত ছিল, বহিয়া লইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্-তা'লার দরবারে তাহার বেশী বেশী এস্তেগফার ও দোওয়া করা কর্তব্য যেন আল্লাহ্-তা'লা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন ও অধিকতর কোরবানী করার তৌফিক দেন।

অর্থের দিক দিয়া জমআত কয়েক বৎসর যাবৎ কোরবানী করিয়া আসিতেছে। যদিও এই কোরবানী উচ্চ পর্যায়ে পৌছে নাই, তথাপি জানি কোরবানীর দিক হইতে এখনও আরম্ভই হয় নাই। অবশ্য ওয়াকফে জিন্দেগীর আহ্বানের মাধ্যমে ভিত্তির চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। গৃহের ভিত্তি রাখিবার সময় প্রথমে রেখা চিহ্নিত করিবার পরে খোদাই করা হয় এবং খোদিত স্থানে দেওয়ালের গাঁথনি করা হয়। দেওয়ালের গাঁথনির কাজ শেষ হইলে দেওয়ালের উপর ছাদ নির্মাণ করা হয়। তাহার পর চুনকাম করা হয় ও দরজা জানালা লাগান হয়। এত

পরিশ্রমের পর গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হয়। গৃহ নির্মাণের কাজ যেমন ধীরে ধীরে কিছুকাল চলিয়া সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ প্রাণ বিসর্জন দিয়া যে গৃহ নির্মাণ করিতে হয়, উহা তৈরী হইতে বিলম্ব আছে। কোন দালান এক দিনে তৈরী হয় না। এরূপ কখনও হয়না যে মানুষ একত্রে জমা হইয়া বলে যে, "তোমাদিগের মধ্যে যদি পাঁচ হাজার ব্যক্তি নিজ নিজ গলায় ছুরি বসাইতে পার, তাহা হইলে আমরা ইছলাম গ্রহণ করিব।" প্রকৃতপক্ষে ইহার জন্য কোরবানী ধীরে ধীরে দিতে হয়। প্রথমে দুই একজন, পরে আট দশজন, আরো পরে পনেরো বিশজন, এই ভাবে ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বাড়িয়া চলিতে থাকে। অবশেষে একদিন আসে যখন আল্লাহ্-তা'লা আপন বান্দাদিগকে বিজয় দিয়া থাকেন এবং 'কুফর' অস্ত্র ফেলিয়া দেয়। এই কাজ সম্পন্ন হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। আজ পৃথিবীতে আল্লাহ্-তা'লার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন হযরত খলিফা আউয়াল (আঃ) নিজ ওস্তাদের স্বপ্নে শুনাইতেন। (যদিও খলিফা আউয়াল (রাঃ) তাঁহার নিকট পড়িতেন না পরন্তু তিনি তাঁহার নিকট বসিতেন এবং তাঁহার সহিত রুহানী বিষয়ে আলোচনা করিতেন) সেজন্য তিনি তাহাকে ওস্তাদই বলিতেন তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন তিনি সহরের বাহিরে গিয়াছেন এবং এক কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ভূপাল শহরের বাহিরে পুলের উপর পড়িয়া আছে। তাহার গায়ে মাছি ভন ভন করিতেছে, চোখ তাহার অন্ধ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তিনি তাহাকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" উক্ত ব্যক্তি বলিল, "আমি আল্লাহ্ মিয়া।" ইহা শুনিয়া তাঁহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল এবং তিনি বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া আল্লাহ্ মিয়া হইলে? তোমার নিজেরইত খারাপ অবস্থা। তুমি নিজে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ; হাত পা নাড়িতে পার না এবং চোখে দেখিতে পাও না। আমাদিগের যিনি খোদা তিনি সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত। তাঁহার শক্তি অসীম।" ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, "আমি ভূপাল বাসীদের আল্লাহ্ মিয়া অর্থাৎ ভূপাল বাসীদের মনে আমার সম্বন্ধে ধারণা এই রূপই।" অনুরূপ ভাবে আজ মানুষের অন্তরে আল্লাহ্-তা'লার মহিমা কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। হযরত ঈসা (আঃ) এর একটি উক্তি এখানে খাটে, "হে খোদা আকাশে যেরূপ তোমার রাজত্ব আছে পৃথিবীতেও সেইরূপ হউক।" ইহার এই অর্থ নয় যে পৃথিবীতে আল্লাহ্-তা'লার রাজত্ব নাই অথবা খোদা-তা'লার বিধান আকাশে প্রচলিত কিন্তু জমিনে নাই। পরন্তু যেরূপ খোদা-তা'লার বিধান আকাশে চালু আছে তদ্রূপ পৃথিবীতেও চালু আছে। পৃথিবীতে নাস্তিক আছে কিন্তু সেও আল্লাহ্-তা'লার নির্দ্দিষ্ট বিধানের অধীন। কোন নাস্তিক

কখনও ইহা করিতে পারে না যে তাহার জিহ্বার পরিবর্তে মাথা দিয়া আস্বাদ গ্রহণ করে কিম্বা নাকের পরিবর্তে অন্য কোন অঙ্গ দিয়া ঘ্রাণ লয়। অতএব খোদা-তা'লার বিধান আকাশে যেরূপ চালু আছে পৃথিবীতেও সেইরূপ চালু আছে। কিন্তু উক্ত উক্তির অর্থ এই যে আকাশে যেরূপ আল্লাহ্-তা'লার মহিমা প্রতিষ্ঠিত আছে, ভূপৃষ্ঠের মানুষের মনেও তদ্রূপ হউক। এই লক্ষ্য সকল সময় জমাআতের সম্মুখে থাকা উচিৎ যে আমাদিগকে খোদাতালার রাজত্ব পৃথিবীতে কায়েম করিতে হইবে এবং খোদাতালার মহিমা সমস্ত দুনিয়ার মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যদি সমস্ত দুনিয়া ভাল হইয়া যায় এবং আল্লাহ্-তালার আনুগত্যের জোয়াল আপন স্কন্ধে উঠাইয়া লয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিব যে পৃথিবীতে আল্লাহ্-তা'লার রাজত্ব কায়েম হইয়াছে এবং আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছি। নতুবা দুই তিন অর্বুদ লোকের সহিত দুই তিন লক্ষ (আসলে বিশ লক্ষ) লোকের কি তুলনা হইতে পারে? আটার মধ্যে যে লবন দেওয়া হয় তাহারও তূল্য নহে। তাহাদিগের ধন-সম্পদ, তাহাদিগের শৌর্য, বীর্য এবং তাহাদিগের প্রভাব প্রতিপত্তির মোকাবেলায় আমরা কিছুই নহি।

অতএব আমাদের বন্ধুগণের কর্তব্য নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা। এবং ভবিষ্যতে অধিকতর জানি ও মালি কোরবানী করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদিগের উপর আপন করুনা ও কল্যাণ বর্ষণ করুন। আমাদের চিন্তা শক্তিকে বাড়াইয়া দিন, আমাদিগের বুদ্ধিকে সতেজ করিয়া দিন এবং আমাদিগের জ্ঞানের অবস্থাকে সঠিক করিয়া দিন যেন আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সফলকাম হই, যাহা আমাদিগের সম্মুখে আছে। আমীন, আল্লাহুমা আমীন।

অনুবাদক :—মৌলবী মোহাম্মদ

উর্দূ পত্রিকা পড়তে চান? পড়ুন, 'দৈনিক আল্-ফযল', মাসিক 'আল্-ফুরকান',।

ঠিকানা :

—সম্পাদক, 'আল্-ফুরকান'
পোঃ রাবওয়াহ্ ; জেলা : ঝঙ্গ
পঃ পাকঃ

—সম্পাদক, 'আল্-ফজল',
পোঃ রাবওয়াহ্ ; জেলা : ঝঙ্গ
পঃ পাকঃ

চলতি দুনিয়ার হাল চাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

"ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই"—তবে কেন রক্তারক্তি ?

এ বৎসর মহরম মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে শিয়া সুন্নীদের মধ্যে প্রলয়ংকরী দাঙ্গা হয়ে গেছে। এই দাঙ্গায় শতাধিক জীবন নাশ হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে মসজিদকে পর্যন্ত ১৪৪ ধারার আওতায় আনতে হয়েছে। অবশ্য এই দাঙ্গার ক্ষয় ক্ষতির হিসাব করতে আমরা বসিনি। শিয়া সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ই মুসলমান বলে দাবী করে থাকেন। এই দাবীর বিরুদ্ধেও আমরা কোন প্রশ্ন তুলছি না। যারাই মুসলমান বলে দাবী করেন, তাদের উপরেই কোরআন শরীফের শিক্ষা প্রজোয্য। তাদের একান্ত কর্তব্য হলো নিজেদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে কোরআনের শিক্ষাকে মেনে চলা—প্রতিফলিত করা। কোরআন ঘোষণা করেছে 'ধর্মে কোন জোর জবর দস্তি নাই'।

এই দাঙ্গার কথা তুলে কেউ যদি [বিশেষ করে কোন বিধর্মী] প্রশ্ন করেন, শিয়া সুন্নী মুসলমান ভাইরা, তোমরা কোরআনের এ শিক্ষাকে পদদলিত কর নাই কি ? জানিনা তাঁরা কি উত্তর দিবেন। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা খুবই প্রয়োজন। কোন ধর্ম-পুস্তকের শিক্ষার সাথে যদি ঐ পুস্তকের অনুগামীদের আচরণের মিল না থাকে, তবে শুধু পুস্তকের শিক্ষার দোহাই দিয়ে, অন্যদেরকে ঐ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করা যায় না। আবার নিজেরা ঐ শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে না মানলে ইহার বড়াই করাও অর্থহীন। রছুলুল্লা (ছাঃ) নিজে মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করে এক বাচ্চাকে ঐ অভ্যাস ছাড়তে উপদেশ দিয়েছিলেন। আর আমরা বুঝি নিজেরা মারা-মারি, কাটা-কাটি করে অন্যদের নিকট বলে বেড়াব কোরআন একটি মহান শিক্ষা—'ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই।' ইহা সবারই মেনে চলা উচিত। দুনিয়ার লোক এখনও এত বোকা হয়নি যে আমাদের আচরণকে অবহেলা করে শুধু গলাবাজিতে আকৃষ্ট হয়ে যাবে। এরূপ আচরণ দ্বারা মুসলমানেরা মানুষের বিচার বুদ্ধি এবং কোরআন ও রছুলের শিক্ষা. সবকিছুর প্রতিই অবমাননা করছে নাকি ?

কাকে বিশ্বাস করি ঃ

ইদানিং সায়গণের রাস্তায় বৌদ্ধ ভিক্ষু কোয়াং আগুনে পুড়ে স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। সরকারের ধর্ম সংক্রান্ত নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়েই তিনি অগ্নি সংযোগে আত্মহত্যা করেছেন। এই উপলক্ষে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এক শোভা যাত্রা বের করেন, যার সম্মুখ ভাগে একটি গাড়ী খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এই গাড়ী রাস্তার এক স্থানে থামান হয়। গাড়ীর আরোহীরা হুড খুলে দেন ও গাড়ীর চারিদিকে একটি বৃত্ত তৈয়ার করেন। তখন ৭৩ বছর বয়স্ক সন্ন্যাসী কোয়াং বৃত্তের মধ্যস্থলে শিলাজতুর উপর এক পায়ের উপর আর এক পা উঠায়ে আসন গ্রহণ করেন। জনৈক সন্ন্যাসী একটিন গ্যাসোলিন আনয়ন করে তার শরীরে ঢেলে দেন। কোয়াং হঠাৎ একটি দেশলাই এর কাঠি জ্বেলে নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের সর্বদাহী লেলিহান শিখা তাকে গ্রাস করে। তিনি নাকি কোন প্রকার চীৎকার বা নড়াচড়াও করেন নি।

বৌদ্ধ ধর্মমতে অনেকের দুঃখ কষ্টের ভার একজনে বহন করার জন্য এইরূপ আত্মোৎসর্গ করা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আত্ম বিসর্জ্জন করেন, তাকে পবিত্র ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। তিনি নাকি কোন প্রকার দুঃখ যাতনা অনুভব করেন না।

বৌদ্ধদের আরো অধিক ধর্মীয় স্বাধীনতা দানে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রোমান ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট্ নগো-দিন দিয়েমকে বাধ্য করার জন্য কোয়াং এই আত্ম বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

প্রত্যুত্তরে সাইগণে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। নগো দিন দিয়েম তাঁর বেতার বক্তৃতায় কোয়াংকে এজন্য দোষারোপ করেছেন।

ধর্মের নামে সতীদাহ প্রথা, একের দুঃখ-কষ্টের ভার বহনের জন্য অন্যের আত্মহত্যা বা দুনিয়ার দুঃখ মোচনের জন্য কোন মহাপুরুষের শুলি-আরোহণ ইত্যাদিকে লক্ষ্য করেই হয়ত কোন কোন মতবাদের লোক ধর্মকে 'অফিয়াম' বলে থাকে। মানুষ জীবন পথে অগ্রসর হবে নিজের সাধ্য সাধনা দ্বারা, সে তার জীবন সত্য সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাধ্যমত কোন আদর্শের অনুসরণ করবে। ঐ আদর্শের অনুসরণ, তার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও পথ দেখাবে। কিন্তু ইহা কি করে হতে পারে যে অপর কেউ তার দুঃখ কষ্ট বা পাপ বহণ করে নিবে? যদি তাই হয়, তবে এখন প্রমাণ হাজির করতে হবে, যাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এক ব্যক্তি আত্ম বিসর্জ্জন দিয়ে নির্দ্দিষ্ট অমুক ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দুঃখ-কষ্ট মোচন করেছেন, নতুবা এ সব কথা ভূয়াই থেকে যায়।

এখানে দেখা যাচ্ছে সন্ন্যাসী কোয়াং যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আত্মহত্যা

করলেন, সেই সরকার আরো কঠিন হয়ে পড়েছেন। তাতে লোকের দুঃখ-কষ্ট বেড়েছে বৈ কমেনি। সামরিক আইন জারি হওয়াতে নিশ্চয় জনগণের স্বাধীনতা নানাদিক থেকে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এখানে একটি মজার কথা হলো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আত্মহত্যা করলেন; অন্যের দুঃখ-কষ্ট মোচনের জন্য। আর রোমান ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারী প্রেসিডেন্ট, যিনি বিশ্বাস করেন যীশুখৃষ্ট আত্মদান করেছেন সারা দুনিয়ার পাপ মোচনের জন্যে। তিনিই জারি করলেন সামরিক আইন। আমরা এখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, না যীশু খৃষ্ট—কার আত্মহত্যা বা আত্মদানে বিশ্বাস করবো যে তাঁরা অন্যের দুঃখ কষ্ট বা মাপ মোচনে সমর্থ হয়েছেন?

পরকাল

(মৌলবী মোহাম্মাদ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক জাতির ধর্ম প্রবর্তক পরকাল সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য আমরা সর্ব যুগে, প্রত্যেক জাতিকে পরলোকে বিশ্বাসী পাই। একটা উদাহরণ দিলেই পাঠক একথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। সে আজ হইতে চারি হাজার বছর আগের কথা। হযরত মুসা (আঃ)এর বিরোধিতা করিয়া মিশরের অবিশ্বাসী বাদশাহ ফেরাউন আল্লাহ্-তা'লার আযাবে সমুদ্রে ডুবিয়া মারা যায়। তাহার কবরে, এ যুগে আবিষ্কৃত তাহার লাশের সহিত পরকালের পাথেয়রূপে সমাহিত ফল, মূল, মাংস, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কাঠের ঘোড়া সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিতেছে যে নবীর বিরোধী, সে যুগের ঘোর অবিশ্বাসীগণও পরকালে বিশ্বাসী ছিল। পরকাল সম্পর্কে তাহাদিগের ধারণা ভ্রান্ত ছিল, বিশ্বাস তাহাদিগের বিকৃত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু পরকালের অস্তিত্বে তাহারা নিঃসন্দেহ ছিল। তাই তাহারা

তাহাদিগের বাদশাহের অশরীর আত্মার জন্য, তাহার কবরে জড় পাথেয় রাখিয়া দিয়াছিল।

আদিতে মানুষের বুঝিবার ক্ষমতা ও উপকরণ ছিল অল্প। ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান ও বুঝিবার উপকরণ বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রত্যেক ধর্ম প্রবর্ত্তককে আল্লাহ্-তা'লা তাই যুগ—মানুষের বুঝিবার ক্ষমতানুযায়ী পরলোকের জ্ঞান দিয়া আসিয়াছেন। এ যুগে মানুষের জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, সুতরাং পূর্ণ ধর্ম গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে তাহাদিগকে পরকাল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে পূর্বেকার ধর্মগুরুগণের শিক্ষা, প্রাথমিক আকারের ছিল বলিয়া এবং সেই শিক্ষাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা না থাকায়, কালের চক্রে শুষ্ক, বিপথগামী ও স্বার্থপর দার্শনিকদের হস্তে পড়িয়া পরলোকের বিষয় বস্তু ভ্রান্ত, অপ্রাকৃতিক, অবোধ্য ও অযৌক্তিক আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে প্রগতিশীল একদল লোক পরকালকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছে এবং রক্ষণশীলদের মধ্যে কেহ পরকালকে ইহকালের নকল ভাবিয়াছে, আবার কেহ এই পৃথিবীতে কর্মফল ভোগ করিবার জন্য পুনর্জন্মবাদ এবং জন্মান্তরবাদের অবতারণা করিয়াছে।

পরকাল সম্বন্ধে যত প্রকার ধারণা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পুনর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ, পরলোকের মধ্যবর্ত্তী ব্যবস্থার যুক্তিরূপে অনেকের মনে ভ্রান্তির জাল সৃষ্টি করে। সুতরাং এই দুইটি মতবাদের সারবত্তা পরীক্ষা না করিয়া মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পাঠকের মনে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকিয়া যাইতে পারে। তাই আমরা সর্বাগ্রে পুনর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিব। আলোচ্য বিষয়ে, বাকি আরও যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেগুলি মূল আলোচনার আলোকে, আপনা আপনি পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

পুনর্জন্মবাদ

বর্ত্তমান হিন্দু শাস্ত্রমতে কর্মফল ভোগ করিবার জন্য মানুষকে বার বার এই পৃথিবীতে জন্ম লইতে হয়। কর্মের তারতম্য অনুযায়ী তাহাকে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী বা মানবদেহ ধারণ করিতে হয়। কর্মের মান দ্বারাই জাতি ও সমাজের মধ্যে তাহার জন্মের স্থান ও অবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়। বহু জন্মের পর মানব যখন প্রায় পাপ মুক্ত হয়, এবং অল্প মাত্র পাপের ফল ভোগ বাকি থাকিয়া যায়, তখন স্বর্গে তাহাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুকাল স্বর্গভোগ করিবার পর যখন তাহার সুকৃতির ফল শেষ হইয়া যায়, তখন আবার তাহাকে পূর্বের স্বল্পাবশিষ্ট পাপের জন্য নূতন করিয়া এই পৃথিবীতে জন্মচক্রে পড়িতে হয়। এরূপ করিবার কারণ এই যে, আত্মা অনাদি ও উহাদের

সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে পাপ মুক্ত করিয়া চিরতরে স্বর্গে থাকিতে দিলে, কিছুকাল মধ্যে জগৎ মানবশূন্য হইয়া যাইবে। সেইজন্যই আত্মার কিছু পাপ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাকে জন্ম চক্র হইতে তুলিয়া সাময়িকভাবে স্বর্গে দেওয়া হয়। এবং উহার সুকৃতির ফলভোগের শেষে আবার তাহাকে পুনর্জন্মের চক্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ইহাই পুনর্জন্মবাদ।

ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ণ, অনুশীলন ও চর্চ্চায় একমাত্র ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার। তদনুযায়ী ব্রাহ্মণগণই শাস্ত্র ও দর্শন চর্চ্চা করিতেন। বর্ণ বিভেদ তাঁহাদের দ্বারাই রচিত। ব্রাহ্মণগণ সকল বর্ণের উপর নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণ যাহাতে সন্তুষ্টচিত্তে বর্ণভেদ মানিয়া তাঁহাদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলে, সেই জন্য তাঁহারা এই মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা মূল ধর্মের কোন কথা নহে।

কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য উহার মৌলিক বিষয় বস্তুগুলিকে যাচাই করিলে, বিচারের কাজ সহজ হইয়া যায়। সেইজন্য আমরা পুনর্জন্মবাদের মৌলিক বিষয়গুলিকে ধর্মের মৌলিক সত্য ও যুক্তির কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিব।

১। সমস্ত ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের উৎস ধর্মগ্রন্থ।

পুনর্জন্মবাদ হিন্দু-ধর্ম-বিশ্বাসের একটি প্রধান অঙ্গ। অতএব মূল ধর্মগ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকা অতীব প্রয়োজন। কিন্তু হিন্দুদের আদি ধর্ম-গ্রন্থ বেদে পুনর্জন্মবাদের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এ মতবাদ পরে মানুষের দ্বারা রচিত ও পরিত্যাজ্য।

২। পাপ ও পাপের শাস্তির তালিকা।

শাস্তির জন্য অপরাধ ও প্রকার ভেদে দণ্ডের তালিকা সকল সভ্য জাতির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পুনর্জন্ম চক্রের জন্য প্রয়োজনীয় দণ্ড তালিকার উল্লেখ হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও নাই। যাহারা এই মতবাদের পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এ তালিকা দিয়া যান নাই এবং তাঁহারা স্বয়ং পূর্ব জন্মে কি ছিলেন, বলেন নাই। কর্মফল ভোগের জন্য প্রত্যেকের বার বার জন্ম লইবার কথা সত্য হইলে, প্রত্যেকের সহিত তাহার পুনর্জন্মের কর্মতালিকা ও নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের বিবরণ থাকা উচিৎ যেন তাহা দেখিয়া প্রত্যেকে নিজের কর্মফল বুঝিতে ও ভোগ করিতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থা কাহারও জন্য নাই।

৩। একত্বের মধ্যে বৈচিত্র।

কর্মফল ভোগের জন্য যদি পুনর্জন্মের চক্রে পড়িয়া মানুষের অবস্থা ভেদ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের প্রত্যেক স্তরে অবস্থা ভেদের কারণ

কি? বিভিন্ন রকমের জমিন, যথা—প্রস্তরময়, কঙ্করময়, কর্দ্দমময়, অনুর্ব্বর, উর্ব্বর ইত্যাদি হইবার কারণ কি? এখানেও কি কর্মফলের চক্র কাজ করিতেছে? খনিজ পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন ধাতু, যথা—রাঙ, তাম্র, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরক, আবার বিভিন্ন রকমের প্রস্তর, যথা—চুনি, পান্না, মুক্তা, নীলকান্তমণি, সূর্যকান্তমণি ইত্যাদির মূল্য ও মর্যাদা ভেদের কারণ কি? ইহারাও কি জন্ম চক্রের অভিশাপগ্রস্ত? উদ্ভিদ জগতে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদের কারণ কি? আম শত শত জাতীয়, ধান শত শত জাতীয়; ফল, মূল, কলা, ইত্যাদি প্রত্যেকের মধ্যেই ঈদৃশ দশার ফের কেন? ইহারাও কি কর্মফল ভোগের চক্রে ঘূর্ণায়মান? প্রাণী জগতেও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। একা মাছেরই ৮৪০০০ জাতি আছে। গ্রহ, নক্ষত্রের বেলায়ও অনুরূপ প্রভেদ দেখা যায়। প্রকৃতির সর্বত্র সর্ব বস্তুতে বিভেদ কেন? পুনর্জন্মবাদের মধ্যে ইহার সমাধান কোথায়? যদি সমাধান না থাকে এবং নিশ্চয়ই নাই, তখন কেবল মানব জাতির জন্য এই ব্যবস্থার মধ্যে কোন বুদ্ধির পরিচয় আছে কি? বিশ্বের লক্ষ লক্ষ পদার্থ ও জীবনের স্বতন্ত্র ধারায় তারতম্য যদি কর্মফলের চক্র ছাড়া ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে মানব জাতির মধ্যে তারতম্য, কর্মফলের কারণে কেন ঘটিবে? সকল স্তরে যে কারণ কাজ করিতেছে, মানব জাতির ক্ষেত্রেও একই কারণ কাজ করিতেছে। সে কারণ পুনর্জন্মের চক্র নহে। পরন্তু সৃষ্টির সচলতা বজায় কল্পে প্রত্যেক স্তরে একত্বের মধ্যে বৈচিত্রের প্রকাশ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন:

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا
في الارض (সুরা শুরা, ২৮ আয়েত)

অর্থাৎ, "আল্লাহ্-তা'লা যদি সকলকে একাকারে ধনী করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে বিদ্রোহ করিত।" এখানে একটি সূত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। পৃথিবীতে সকল মানুষের এক অবস্থা হইলে সব একাকার হইয়া পৃথিবী অচল হইয়া পড়িত। সুতরাং মানব জাতিতে অবস্থা ভেদের কারণ কর্মফল নহে, পরন্তু সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সংঘঠনের জন্য এই ব্যবস্থা।

৪। পবিত্র ভগবান জগৎ সংসার চালাইবার জন্য কি পাপের মুখাপেক্ষী?

যদি কর্মফলের ভিত্তিতে মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, পাপের ভিত্তিতে জগত সংসার চলিতেছে। কারণ পাপ হইতে কর্মফল এবং কর্মফল ভোগ করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ এবং তদ্দ্বারা মানব সমাজ। পক্ষান্তরে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী আত্মার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, পাপ না থাকিলে পুনর্জন্মের চক্র থাকে না এবং পুনর্জন্ম

না থাকিলে মানব সমাজ থাকে না। এইরূপ হইলে এই জগত চালু থাকার গৌরব পাপী মানবের এবং মানব সমাজ চালু রাখিবার জন্য পবিত্র ভগবান পাপের মুখাপেক্ষী। সৃষ্টির সেরা মানব। তাহার সমাজকে চালু রাখিবার জন্য যদি ভগবানকে তাহার পাপের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে এ জগত বিধানে তাঁহার কৃতিত্ব ও পবিত্রতা কিভাবে রক্ষা হয়? কোন সুস্থবুদ্ধি মানব কি ইহা স্বীকার করিতে পারে যে পাপের ভিত্তিতে এ সংসার এবং এ জগত চালু থাকার কৃতিত্ব পাপী মানবের?

৫। আত্মার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইলে প্রাণী ও উদ্ভীদ জগতে হঠাৎ হঠাৎ সংখ্যাতীত ভাবে হ্রাস বৃদ্ধির কারণ কি।

বর্ষা সমাগমে হঠাৎ অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম হয়। তখন পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের কোন স্তরে সংখ্যা হ্রাস পাইতে দেখা যায় না। অতএব উহাদিগকে কোথা হইতে আমদানী করা হয়? তেমনি শীতের সময় প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা হঠাৎ কমিয়া যায়? তখন আবার কোন উদ্ভিদ বা জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না। পুনর্জন্মবাদের দ্বারা এইভাবে বৎসরে দুইবার প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যার অসাধারণ বৃদ্ধি ও হ্রাসের কি সমাধান আছে?

৬। অনুতাপের স্থান কোথায়? ভগবানের ক্ষমা ও দয়ার কি অর্থ?

কর্মফলে মানুষের জন্ম হইতে থাকিলে ব্যক্তির পাপের জন্য অনুতাপের কোন কথা নাই এবং ভগবানের দয়ালু ও ক্ষমাশীল হওয়া মিথ্যা হইয়া যায়। যেহেতু কর্মফল ভোগ অনিবার্য, সুতরাং কর্মফল চক্রের সম্মুখে ভগবানের দয়া ও ক্ষমা দেখাইবার সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে যদি পাপের জন্য অনুতাপের মূল্য থাকে এবং ভগবান দয়ালু ও ক্ষমাশীল হন, তাহা হইলে পুনর্জন্ম চক্রের কথা মিথ্যা।

৭। কর্মফলে নিষ্পেষিত ব্যক্তির প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি প্রদর্শনের কি অধিকার?

মানুষ কর্মদোষে অন্ধ, আতুর, বধির, খঞ্জ দুঃখী, অভাবী, রুগ্ন ও বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকিলে, তাহাদিগের কৃত কর্মের পূর্ণ ফল ভোগ করা ও করিতে দেওয়া উচিৎ। সুতরাং তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি, দয়া ও সাহায্যের প্রশ্ন উঠে না। রোগী যাহারা, তাহাদিগের চিকিৎসা করা উচিৎ নহে। যে ব্যক্তি কর্মফলের বিধানে শাস্তি পাইতেছে, তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখান, তাহাকে সাহায্য করা ও তাহার চিকিৎসা করা, ধর্ম বিধান এবং ভগবানের বিরোধিতা করা হইবে। ভগবান যখন তাহাকে

দয়া দেখাইয়া ক্ষমা করেন নাই এবং কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্ম চক্রে ফেলিয়া দিয়াছেন, তখন অপর মানবের জন্য তাহার প্রতি দয়া ইত্যাদি প্রদর্শণ করা কি ভাবে বিধেয় হইতে পারে? যেখানে স্বয়ং ভগবান ক্ষমা করিতে অক্ষম, সেখানে মানব কোথা হইতে বৃহত্তর ভগবান আসিল?

৮। সকল প্রকার জনহিতকর ব্যবস্থা অর্থহীন। মানব পশুর স্তরে নামিতে বাধ্য।

পূর্ণজন্মবাদ সত্য হইলে মানুষকে দয়া, মায়া, সহানুভূতি, পরস্পরের প্রতি সাহায্যের মানোভাব ইত্যাদি বর্জ্জন করিতে হইবে। চিকিৎসা ইত্যাদি জনহিতকর কাজের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যেগুলিকে পুণ্য কর্ম্ম করিয়া গণ্য করা হয়, সেগুলির অনুশীলনের সুযোগ থাকিবে না। সুতরাং ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রয়োজন শেষ হইয়া যাইবে। এক কথায় সকল উন্নতির দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া মানব জাতিকে দ্রুত পশুর স্তরে নামিয়া যাইতে হইবে।

৯। কর্মফল চক্র ব্যর্থ ; ভগবান অসহায়।

কর্মদোষে মানুষ গরু, ভেড়া, ছাগল, মুরগী পাখী, শুকর ইত্যাদি হইয়া থাকিলে বলিতে হয়, ভগবান একান্ত দূর্বল। দৈনিক মানুষ আহার্য্যের জন্য এই সব প্রাণী বধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণগুলিকে দেহ হইতে মুক্ত করিয়া ভগবানের নির্দ্ধারিত কর্মফলের ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে পূর্ণ ফল ভোগ করিবার অবসর দিতেছে না। কেবলই তাহাদিগের আত্মাগুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, কর্ম্মফল ভোগের ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। শুধু মানুষই এই কাজ করিতেছে না। জগতে দৈনিক সর্বত্র প্রাণী হত্যার হোলিখেলা লাগিয়া আছে। এক প্রাণী এক প্রাণীকে আহার করিয়া জন্ম চক্রের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

১০। পুনর্জ্জন্ম মতবাদে ভগবান অবিচারক।

পূর্বেই বলিয়াছি কর্মদোষে যদি পুনর্জন্ম হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানান উচিৎ যে পূর্বজন্মে সে কি পাপ করিয়াছিল এবং তাহার জন্ম কোথায় ও কি ভাবে হইয়াছিল। অদ্যাবধি কেহ কি পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে ঘূনাক্ষরেও কিছু জানিয়াছে? অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া শাস্তি দেওয়াই বিচারের কথা। জগতে মানুষের আদালতেও ইহা করা হয়। ইহাতে তাহার অনুতাপ করিবার ও সংশোধন করিবার সুযোগ লাভ হয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পূর্বজন্মের স্মৃতি কাড়িয়া লইয়া

তাহাকে তাহার কৃত অপরাধের জ্ঞান না দিয়া, জন্ম চক্রের শাস্তিতে ফেলিয়া দেওয়ার মধ্যে বিচার কোথায়? হিন্দুশাস্ত্রে ভগবানকে বিচারক বলা হয়। অন্ধ জন্মচক্রের মধ্যে বিচারের বিরাট ফাঁক কি দিয়া পূরণ করা যাইবে? বিচারের প্রহসনে কি ইহা এক মহা অবিচার হইবে না? কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বিচারের এ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করিবে?

১১। কৃতজ্ঞতা বৃত্তির বিলোপ সাধন।

কর্ম্ম ফলের জন্য পুনর্জন্ম মানিলে মানবের মধ্য হইতে কৃতজ্ঞতা বৃত্তি চির বিদায় গ্রহন করিবে। কেহ কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করিলে, অনুগৃহীত ব্যক্তি বলিবে যে, সে আপন কর্মফলে উহা পাইয়াছে। সুতরাং তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোন কারণ নাই। এই মতবাদ মানিয়া চলিলে অচিরকাল মধ্যে মানুষের হৃদয় পাষাণে পরিণত হইতে বাধ্য।

১২। শ্রাদ্ধশান্তি কাহার জন্য?

কর্মফল ভোগের জন্য পুনর্জন্মের চক্রে পড়া ভগবানের অমোঘ বিধান হইয়া থাকিলে, কাহারও মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধশান্তি কাহার উদ্দেশ্যে হয়? ইহা কি মৃত আত্মার, না শ্রাদ্ধকারীর বুদ্ধির শ্রাদ্ধ? যখন কর্মফলের ক্ষমা নাই তখন শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা অবান্তর, খরচপত্র ও মেহনত বরবাদ।

১৩। কে পাপী, কে পূণ্যাত্মা?

মুনী, ঋষী ও অবতারগণ মানবজাতির মধ্যে সর্ব উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁহারা সর্ব শ্রেষ্ঠ পূণ্যাত্মা বলিয়া সর্বজন স্বীকৃত। এই উচ্চ আসন লাভের জন্য নিশ্চয়ই তাহাদিগের পূর্বজন্মের সুকৃতিও কম ছিল না। কিন্তু আমরা তাহাদিগকেই সর্বাপেক্ষা বেশী দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিতে দেখি। এ জীবনে দুঃখ কষ্ট ভোগ যদি পূর্ব জন্মের পাপের জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সব মহাপুরুষগণ কি পূর্ব জন্মে মহাপাপী ছিলেন? পক্ষান্তরে পাপীগণকে পার্থিব সুখ সম্ভোগে বিভোর দেখা যায়? তাহারা কি পূর্ব জন্মে মহা পূন্যবান ছিল? মহাপাপীর মহাপূণ্যবান হইয়া জন্ম গ্রহণ ও মহাপুণ্যবানের মহাপাপীরূপে পার্থিব সুখ সম্ভোগ, এ কি বিরূপ বিচার ব্যবস্থা, বিচারক ভগবানের? যে ব্যক্তি যত সৎ, তাহার বিপদ ও দুঃখ কষ্ট তত বেশী। পুনর্জন্মবাদে ইহার সমাধান কোথায়?

১৪। জ্ঞানের উচ্ছেদ—সাধন চক্র।

হিন্দু শাস্ত্রে জ্ঞানের মর্যাদা খুব বেশী।

আমরা প্রত্যক্ষ করি যে জন্মের পর মানুষ অজ্ঞানতা হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানের দিকে আগাইয়া চলে। পুনর্জন্মের ফেরে বার বার জন্ম গ্রহন করার কথা সত্য হইলে, মানুষকে অতীত জীবনের সঞ্চিত জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত করিয়া বার বার অজ্ঞানতার অন্ধকারে জন্ম দেওয়ায়, বিচার ও জ্ঞানের মর্যাদা কোথায়? মানুষের স্বভাবের মধ্যেও পিছনে ফিরিবার প্রকৃতি নাই। এমতাবস্থায় বার বার শৈশব হইতে জীবন আরম্ভ করার অপ্রাকৃতিক কথার যুক্তি কি? একদিকে মানুষকে জন্মের সহিত তাহার পূর্ব জীবনের তালিকা না দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে তাহার পূর্ব জীবনের কষ্টে অর্জিত মূল্যবান জ্ঞান হইতে বার বার সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা ও তৃতীয়তঃ অপ্রাকৃতিকভাবে তাহাকে বার বার চরম পিছনে ঠেলিয়া ফেলার মধ্যে ভগবানের বিচার ও জ্ঞান বোধের পরিচয় কোথায়? এই পৃথিবী যদি কর্মফল ভোগের স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বরং তাহাকে পুনর্জন্মের চক্রে না ফেলিয়া, এইখানেই তাহাকে একটানা সুদীর্ঘ জীবন দান করিয়া যথাযথভাবে তাহার দোষ স্খালনের ব্যবস্থা করিয়া দিলে, বিচার, বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তিযুক্ত কাজ হইত। এতদ্বারা মানুষের বাঁচিয়া থাকার পিপাসারও অনেকটা শান্তি হইত। নচেৎ পুনর্জন্মের চক্রকে কর্মফলের চক্র না বলিয়া, জ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন চক্র বলিতে হয়।

১৫। পরীক্ষার ক্ষেত্র ও ফলভোগের গোজামিল।

সংসারকে হিন্দু-শাস্ত্রে পরীক্ষার ক্ষেত্র বলা হয়। সত্য হইলে, পৃথিবী কিরূপে ফলভোগের স্থান হইতে পারে? পাপ ভোগের স্থান যদি এই পৃথিবী হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূণ্যফল ভোগের স্থানও এখানেই হওয়া উচিৎ। যে প্রথায় ও যে পরিবেশে আত্মাকে দুঃখ কষ্ট দিয়া তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, সেই প্রথায় ও সেই স্থানেই তাহার সুকৃতির ফল ভোগের ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। আত্মার প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা, একই নিয়মে হওয়া প্রয়োজন। জড় জগত ছাড়া যদি আত্মার শাস্তির ব্যবস্থা অসম্ভব, তাহা হইলে

আত্মার শান্তির ব্যবস্থাও জড় জগতে হওয়া প্রয়োজন। আত্মার স্বত্বা, সুখ দুঃখ ভোগের জন্য, তাহার প্রকৃতি মূলে একই জাতীয় পন্থার মুখাপেক্ষী। দুঃখ ভোগের জন্য জড় ব্যবস্থা এবং সুখ ভোগের জন্য আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রাকৃতিক কথা। পক্ষান্তরে কর্মফল ভোগের জন্য যদি এই পৃথিবী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরলোকে নরকের ব্যবস্থা কাহার জন্য এবং কি জন্য করা হইয়াছে? শান্তির ব্যবস্থা ইহলোকে হইলে, শান্তির ব্যবস্থাও ইহলোকে হইতে হইবে। অর্থাৎ স্বর্গ ও নরক জড় জগতেই হওয়া উচিত। শান্তির ব্যবস্থা পরলোকে থাকিলে শান্তির ব্যবস্থাও পরলোকে থাকিতে হইবে। অর্থাৎ স্বর্গ ও নরক পরলোকে হওয়া উচিত। একদিকে পরলোকে স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস, আবার ইহলোকে পুনর্জন্মের চক্রে পাপের কর্মফল ভোগের ব্যবস্থায় বিশ্বাস, পরস্পর বিরোধী। সুতরাং পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করিতে হইলে গোঁজামিলের উপর বিশ্বাস করিতে হয়। উহা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতিক, অযৌক্তিক ও অসত্য।

যুক্তির কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া, উপরে যাহা কিছু লিখা হইয়াছে, আশা করি উহাই যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য সত্যে উপনীত হইবার জন্য যথেষ্ট।

ক্রমশঃ

ঃ লেখকগণের প্রতি ঃ

জমাতের লেখকগনকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন 'আহ্‌মদী'তে প্রকাশের জন্য লেখা পাঠান।

লেখা অবশ্যই ছোট পাতার (ফুলস্কেপ পাতার ½ অংশ) এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে। অন্যথায় লেখা ছাপা হবে না।

(সঃ আঃ)

সংবাদ সংগ্রহ

আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল

পি-টি-আই সংবাদ প্রতিষ্ঠানের খবর, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৯ই এপ্রিল ১৯৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। নাগপুরে একটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছে পায়ের আঙ্গুলে কলম দিয়া লিখিয়া। লেখা বেশ ভাল। ছেলেটি হস্তবিহীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

নরনারী, কলিকাতা
২৩ বর্ষ, ৫ই বৈশাখ, ১৩৬৯

* * *

করিমগঞ্জ মহকুমার ডুবরীঘাট চা-বাগানের নিকটে একব্যক্তির গৃহ-প্রাঙ্গনে, মাত্র সাড়ে সতের ইঞ্চি লম্বা সাতমাস বয়স্ক একটি আম গাছে আটটা আম ফলিয়াছে। গাছটি সাধারণ আঁটি হইতে জন্মিয়াছে এবং উহাতে মাত্র ১৬টি পাতা আছে।

নরনারী, কলিকাতা
২৩ বর্ষ, ৫ই বৈশাখ, ১৩৬৯

* * *

আমেরিকা থেকে ঘোষনা করা হয়েছে, এক খানি বিশেষ ধরনের বিমান সব সময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। পারমানবিক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রধানরা এই বিমানে চেপে বসবেন। এখানা মাটি থেকে ৪০,০০০ফিট ওপরে থাকবে। যদি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং বেসামরিক ঘাঁটী সব ধ্বংসও হয়ে যায়, তথাপি এই বিমানে বসে প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ চালাতে পারবেন। 'নোয়ার নৌকার' পরেই এই বিমান পোতের কথা শোনা গেল। অবশ্য যুদ্ধ শেষে বিমানের অবতরণ ক্ষেত্র থাকবে কিনা তা বলা হয়নি।

নরনারী, ২৩ বর্ষ, ৫ই বৈশাখ, ১৩৬৯

* * *

বিশিষ্ট মার্কিন বৈজ্ঞানিকের তথ্য উদঘাটন

পারমানবিক বিস্ফোরণের ফলে জলজ খাদ্যও তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত হইয়া পড়িতেছে।

নিউইয়র্ক, ২৪ শে জুন (ইউ, পি, আই)— মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ পল-বার্কহোল্ডার আবিষ্কার করিয়াছেন যে জলজ খাদ্যও ক্রমে, ক্রমে, তথা সুনিশ্চিত ভাবে, তেজক্রিয় ভস্মপাতের ফলে তেজক্রিয়তাযুক্ত হইয়া উঠিতেছে।

তিনি বলেন যে, মানুষ ও পশুর পুষ্টির ভবিষ্যত কি দাড়াইবে তাহাতে বিস্ময় বোধ করিবার কারণ রহিয়াছে।

সংবাদ—২৫ সে জুন, ১৯৬৩

* * *

শ্বেত ব্যাঘ্র-শাবকের বিলাত যাত্রা

নয়াদিল্লী—২৩ শে জুন—প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে সম্প্রতি বৃষ্টল চিড়িয়াখানা কতৃপক্ষ ৭ হাজার পাউণ্ড মূল্যে রেওয়ার মহা-রাজার নিকট হইতে উহাদের (দুইটি) ক্রয় করেন। পৃথিবীতে শ্বেত ব্যাঘ্র শুধু ভারতের রেওয়া অরণ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ১১টি।

ইত্তেফাক—২৫ শে জুন, ১৯৬৩

* * *

পারস্য সম্রাট সমীপে মহানবীর চিঠি।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যথার্থ প্রমাণিত।

বৈরুত, ১৫ই জুন—আরবের শাসক হিসাবে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পারস্যের বাদশাহ খসরুর নিকট যে লিপি পাঠাইয়া-ছিলেন, সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উহার যথার্থ প্রমাণিত হইয়াছে।.....

এই লিপিটি হযরত তাঁহার দূত ইবনে খরফার মাধ্যমে, ইরানের বাদশাহ খস্‌রুর নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু বাদশাহ খসরু সঙ্গে সঙ্গে লিপিটি ছিড়িয়া উহা দূতের হাতে ফেরৎ দেন। এমন কি হযরতের (দঃ) বিরুদ্ধে কটুক্তিও করেন। কথিত আছে যে দূত আরব দেশে ফিরিয়া যখন হযরতের (দঃ) হাতে ছিন্ন লিপিটি সমর্পন করেন, তখন হযরত (দঃ) বলিয়া উঠেন যে, সে আমার চিঠি ছিড়িয়াছে। এবার আল্লাহ্-তা'লা তাহার রাজ্য ছিন্ন করিবেন।' এই ঘটনার এক মাস পরেই বাদশাহ খসরুর আপন সন্তান তাহাকে সিংহাসন চ্যুত করে এবং ইরানী সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিখ্যাত পুরাতন দ্রব্য সংগ্রহকারী হেনরী ফ্যারোসানের পিতা, মাত্র দেড় শত স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ছিন্ন লিপিটি ক্রয় করেন।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) গাঢ় সবুজ একটি তালপত্রের উপর চিঠিটি লেখেন।....

চিঠির ভাষা পুরাতন এবং উহাতে কোন যতি চিহ্ন নাই।

ইত্তেফাক—২২ শে জুন, ১৯৬৩

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্দ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুনাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য হইবে লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা কাঁচা।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ	" "	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য; কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar*